তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর :  ১৭৪৭

**স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায় প্রসঙ্গে**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

করোনা ভাইরাস প্রার্দুভাবজনিত কারণে সারা দেশে বন্ধ ঘোষণা ও জনসমাগম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সম্প্রতি সরকার সার্বিক বিবেচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ ঘোষণার নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে। এ সময় দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেম ওলেমাগণও পবিত্র রমজানুল মোবারক মাসের গুরুত্ব বিবেচনা করে মসজিদে নামাজ আদায়ের শর্ত শিথিল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর দাবি পেশ করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৭ মে, ২০২০ তারিখ জোহরের ওয়াক্ত থেকে কিছু নির্দেশনা পালনের শর্তে মসজিদসমূহ সুস্থ্য মুসল্লীদের উপস্থিতিতে জামায়াতে নামাজের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে উম্মুক্ত স্থানে বড় পরিসরে ঈদের জামায়াত পরিহারের নির্দেশনা প্রদান করে বর্তমানে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুযায়ী ঈদের জামায়াত আয়োজন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে। তার ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলি অনুসরণপূর্বক বিশেষ সতর্কতামূলক বিষয়াদি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ১৪৪১ হিজরি/২০২০ সালের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায়ের জন্য অনুরোধ করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। আজ এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা এ অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইসলামী শরিয়তে ঈদগাহ বা খোলা জায়গায় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বসহ আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিজনিত ওজরের কারণে মুসল্লীদের জীবন ঝুঁকি বিবেচনা করে এবছর ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে ঈদের নামাজের জামায়াত নিকটস্থ মসজিদে আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে; ঈদের নামাজের জামায়াতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিস্কার করতে হবে। মুসল্লীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন; করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে ওজুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে; মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে; প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওজু করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে; ঈদের নামাজের জামায়াতে আগত মুসল্লীকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না; ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে; এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে; শিশু, বয়োবৃদ্ধ, যে কোন অসুস্থ্য ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না; সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে; করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে জামায়াত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে; করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে; এবং খতিব, ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটি বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

উল্লিখিত নির্দেশনা লংঘিত হলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

#

আনোয়ার/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর :  ১৭৪৬

**বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড হতে বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

সফলভাবে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল)-এর প্রথম ইউনিট থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আজ (১৪-০৫-২০২০) বিকাল ৫.৩০ মিনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ করোনার এই পরিস্থিতিতেও বিসিপিসিএল-এর কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমরা প্রতিশ্রুত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছি। এসময় তিনি স্বাস্থ্যবিধি মেনে, যার যার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাসময়ে সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন।

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ( বাংলাদেশ) ও সিএমসি (চীন) এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল) পটুয়াখালির পায়রায় ১৩২০ মেগাওয়াট (২ ঢ ৬৬০ ) কয়লা চালিত তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়ন করছে। বাণিজ্যিক উদ্যোগে কয়লা চালিত আল্টা সুপার ক্রিটিকাল থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট –এর মধ্যে এটাই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে আসলো। পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পটুয়াখালী সদর হয়ে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় নবনির্মিত ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে যুক্ত হয়ে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ আসবে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ ই জানুয়ারি ২০২০ এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ সরবরাহ পরীক্ষামূলকভাবে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়েছিল।

#

আসলাম/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২২০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৪৫

**বাংলা একাডেমির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

বাংলা একাডেমির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন, পরিকেল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বনমন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার,  প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচায, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আজ তারা পৃথক পৃথক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

নাছের/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৪৪

**সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের জন্য মোট**

**৩০ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বিশেষ বরাদ্দ এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলা, মশক নিধন তথা ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের জন্য মোট ৩০ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বিশেষ থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য ১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং ৩২৮টি পৌরসভার জন্য ১৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা অবমুক্ত করে আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অফিস আদেশ (জিও) জারি করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব এ কে এম মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে বলা হয়, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে 'সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী "বিশেষ থোক বরাদ্দ (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী)" উপখাত হতে ১২টি সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলো। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ২ কোটি টাকা করে, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জন্য এক কোটি টাকা বিশেষ থোক বরাদ্দ দেয়া হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব ফারজানা মান্নান স্বাক্ষরিত পৃথক অফিস আদেশে বলা হয় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের "বিশেষ থোক ( মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী)" উপখাত হতে ডেঙ্গু ও কোভিড-১৯ মোকাবেলার নিমিত্তে জীবাণুনাশক ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের পৌরসভাসমূহের জন্য ১৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হলো। এর মধ্যে জেলা সদরের 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার জন্য ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা, অন্যান্য ক' শ্রেণীর পৌরসভার জন্য ৪ লাখ ২৫ হাজার ঢাকা, 'খ' শ্রেণীর পৌরসভার জন্য ৪ লাখ টাকা এবং 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার জন্য ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার পর বিভিন্ন খাতে অব্যবহৃত ও বেঁচে যাওয়া টাকা সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে ইতিপূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২৫ মার্চ তারিখে ৩৩ কোটি ২ লাখ টাকা এবং ২৬ এপ্রিল তারিখে ৫২ কোটি ২৫ লাখ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল।

#

মাহমুদুল/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর :  ১৭৪৩

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় আজ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৩ হাজার ২১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৮৫ কোটি ১৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ৪১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৮৬৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৮৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশের ৪১টি পরীক্ষাগারে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ হাজার ৩৯২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২১ লাখ ৬৭ হাজার ৫৪৭টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৭ লাখ ৯৬ হাজার ১৯৬টি এবং মজুদ আছে ৩ লাখ ৭১ হাজার ৩৫১টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৭টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ১৬৫ জনকে।

#

তাসমান/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৪২

**বাংলাদেশ এখন শুধু ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারকারীই**

**নয় ডিজিটাল পণ্য উৎপাদক ও উদ্ভাবকের দেশ   
 ---আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেছেন বাংলাদেশ এখন শুধু ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারকারী দেশই নয়, ডিজিটাল পণ্য উৎপাদক ও উদ্ভাবকের দেশ। ইলেকট্রনিক ও প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ালটন বিশ্বে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সংবাদ সম্মেলনে ওয়ালটনের কারখানায় তৈরী মেডি-কাট রোবট ডক্টর এবং ইউভিসি এন্ড থার্মাল রিমোট কন্ট্রোল ডিসইনফেকট্যান্ট চেন্বার এন্ড ল্যাম্প এর ফাংশনাল প্রোটোটাইপ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন কোভিড -১৯ এর মতো দীর্ঘমেয়াদী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতে প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। ওয়ালটন কর্তৃক করোনাভইরাস মোকাবেলায় জীবন সুরক্ষাকারী ভেন্টিলেটরসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট ও ডিভাইস তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ দেশের মর্যাদাকে বৈশ্বিক পর্যায়ে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেল দেশ ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে ধাক্কা পৃথিবীকে দিতে যাচ্ছে সেখানেও অংশ নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ যে অলিক স্বপ্ন নয় কোভিড-১৯ সময়ে প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা ও পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তার প্রমাণ পেতে শুরু করেছে দেশের মানুষ। সেই ধারাবাহিকতায় ওয়ালটন মেডিকার্ড ইউভিসি এন্ড থার্মাল রিমোট কন্ট্রোল ডিজইনফেক্টান্ট চেম্বার এন্ড ল্যাম্প তৈরি করে কাটিং এজ প্রযুক্তি উৎপাদক দেশে এবং রোবটিক সেক্টরে পদার্পণ করলো বাংলাদেশ ।

প্রতিমন্ত্রী সঙ্কটকালীন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় ওয়ালটন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। উৎপাদিত পণ্য সমূহ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য ওয়ালটনের প্রতি অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আজই পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়ালটনের তৈরি মেডিকেল ডিভাইস তিনটি ডিভাইস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জমা দিয়েছে আইসিটি বিভাগ।

ওয়ালটনের নির্বাহী পরিচালক ও কম্পিউটার বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নতুন উদ্ভাবিত পণ্যগুলোর ডিজিটাল ডেমো দেখানো হয়।

উল্লেখ্য,করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় ইলেকট্রনিক ও প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন তাদের নিজস্ব কারখানায় তৈরী মেডি-কাট রোবট ডক্টর এবং ইউভি-সি এন্ড থার্মাল রিমোট কন্ট্রোল , ডিসইনফেকট্যান্ট চেম্বার এন্ড ল্যাম্প জীবন সুরক্ষাকারী এ তিনটি ডিভাইস এর ফাংশনাল প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে।

#

শহিদুল/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২১০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৪১

**বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি মন্ত্রনালয়ের প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যলোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের সভাপতিত্বে ঢাকার শাহবাগে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের কার্যালয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ছুটি কালীন প্রকল্পে নিয়মিত কার্যক্রম চলমান আছে বলে জানানো হয়।

ছুটিকালীন মন্ত্রণালয়ের জরুরি কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় সেজন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রয়োজন মোতাবেক দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, বলে জানানো হয়।

মন্ত্রী বলেন করোনা পরিস্থিতিতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর কাজ এগিয়ে চলছে । রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৭ হাজার ৫ শত লোক কাজ করছে।তিনি আশা প্রকাশ করেন উক্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। মন্ত্রী প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করে কার্যক্রম অব্যাহত রেখে সময় মত কাজ শেষ করার জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ছুটিকালীন প্রকল্পের কাজ চলমান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। উল্লেখ্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের প্রতিষ্ঠান বিসিএসআইআর উদ্যোগে গত প্রায় দুই মাস যাবত সাতটি হাসপাতাল সহ পুলিশ এবং সেনাবাহিনীতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, জীবাণুনাশক, ভি টি এম, এবং বি ক্লিন জার্মিসাইডাল ডিভাইস সরবরাহ করা হচ্ছে।

উক্ত পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব আনোয়ার হোসেন, পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মোজ্জামেল হোসেন, পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন,প্রকল্প পরিচালক শৌকত আকবর, প্রকল্পের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেলের আহ্বায়ক, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আখতার শহীদ,রাশিয়ান ফেডারেশনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লাস্টোস্কিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

#

বিবেকানন্দ/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/২০৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৯

**করোনা নমুনা পরীক্ষা দৈনিক ১৫ হাজারে উন্নীত করা হবে  
 ---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন,"করোনা নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা গত এক মাসে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।এর ফলে বেশিসংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পেরেছি।যত বেশি আক্রান্ত মানুষ চিহ্নিত হবে ততো আক্রান্তের ঝুঁকিও কমবে।এই নমুনা পরীক্ষা খুব দ্রুতই ১০ হাজার এবং এরপর তা ১৫ হাজারে নিয়ে যাওয়া হবে।এর জন্য সরকারের হাতে পর্যাপ্ত কিটসও মজুদ আছে।"

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নার্সিং ও মিড ওয়াইফারি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে নব নিযুক্ত ৫ হাজার নার্সের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, করোনায় আক্রান্ত মানুষের স্বাস্থ্যসেবার দিকে লক্ষ্য রেখে হাসপাতালে বেড বৃদ্ধি,পিপিই মজুদ বৃদ্ধি করা সহ এখন প্রতিদিনই নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। করোনার প্রকোপে মানুষ অপ্রয়োজনে বাইরে দলবেধে মিশছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন,"জরুরি কাজ ছাড়াও সাধারণ মানুষজন অহেতুক বাইরে ভীড় করছে। মানুষের জীবিকার তাগিদে সরকারকেও সীমিত পরিসরে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,কল কারখানা খুলে দিতে হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, "৫০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান উল্লেখ করার মতো।প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২ হাজার চিকিৎসক ও ৬ হাজার নার্স নিয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেন। কোভিড-১৯ সেবায় আলাদারকম দরদ দিয়ে কাজ করা উচিত।"

উল্লেখ্য, নতুন ৫ হাজার নিয়োগ দেয়ায় এখন চিকিৎসাখাতে ৪৩ হাজার নার্স যুক্ত হয়েছে।এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে আরো ১৫ হাজার নার্স, মিডওয়াইফারি ও টেকনোলজিস্ট নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেছে বলে অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান।

নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সিদ্দিকা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম, জনপ্রশাসন সচিব শেখ ইউসুফ হারুন, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ইকবাল আর্সেনাল,বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

মাইদুল/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৮

**কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মৎস্যজীবীদের**

**জন্য ৮৮৯.৯৬ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে সরকার**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন ৮৮৯.৯৬ (আটশত ঊননব্বই দশমিক নয় ছয়) মেট্রিক টন ভিজিএফ চালবরাদ্দের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে সরকার। কাপ্তাই হ্রদের তীরবর্তী রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ১০টি উপজেলায় ২২ হাজার ২ শত ৪৯টি জেলে পরিবারের জন্য এ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা নিবন্ধিত প্রতিটি জেলে পরিবারকে মে-জুন ২ (দুই) মাস প্রতি মাসে ২০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হবে।

১৩ মে (বুধবার) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরী আদেশ জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ভিজিএফ চাল ১০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কার্ডধারী জেলে ছাড়া অন্য কাউকে এ ভিজিএফ দেয়া যাবেনা মর্মেও বরাদ্দ আদেশে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলাগুলো হলো রাঙামাটি জেলার সদর, লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল এবং খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ও দিঘীনালা।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদে সকল ধরণের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ। চলতি অর্থবছরে মে-জুন দুই মাসের জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট জেলার মৎস্যজীবীদের মানবিক সহায়তা প্রদান করছে।

#

ইফতেখার/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৯২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৭

**দেশের এই সংকটে বিএনপি মানুষের পাশে নেই, উপমন্ত্রী শামীম**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

দেশের এই সংকটে বিএনপি মানুষের পাশে নেই। তারা শুধু সরকারের সমালোচনা করে মানুষের মনে জায়গা নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু শুধু সরকারের সমালোচনা করে মানুষের মনে জায়গা পাওয়া যায় না। বিএনপি সমালোচনা বুঝে, কিন্তু অসহায় মানুষের দুঃখ বুঝে না।

আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া পৌরসভার চামটা ইউনিয়ন ও সখিপুরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষে প্রায় ১২০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে একথা বলেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য এ কে এম এনামুল হক শামীম।

বিএনপিকে গণমানুষের পাশে দাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে উপমন্ত্রী শামীম বলেন, করোনা সংকটে মানুষের কষ্ট লাঘবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের যেকোনো দুর্যোগেই অসহায় মানুষের পাশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ  ছিলো, আছে এবং আগামীতেও থাকবে।

#

আসিফ/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৯১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৬

**করোনার পরিস্থিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংক্রান্ত দিকনির্দেশনামূলক সভা**

**দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার আহবান শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

করোনার বাস্তবতা মেনে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার আহ্বাবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শিতার সাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ অন্যান্য নির্দেশনা প্রদান করছেন। এ সকল নির্দেশনার আলোকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হবে।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দিকনির্দেশনামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী একথা বলেন। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর আওতাধীন সার কারখানা ও বাফার গোডাউনসমূহে বর্তমানে ১০ লাখ মেট্রিক টন সার মজুদ আছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশের সর্বত্র কৃষকদের নিকট পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিসিআইসি’র সার কারখানাসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন মন্ত্রী। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চিনিকলসমূহে মজুদ চিনি দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন।

সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :১৭৩৫

**স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভিটামিনসমৃদ্ধ ভোজ্য তেল নিশ্চিত করার নির্দেশনা শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

চলমান করোনা পরিস্থিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভোজ্যতেল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী এসময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ভোজ্যতেল উৎপাদন নিশ্চিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)-এর অর্থায়নে এসকল উপকরণ আজ কারখানাগুলোর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, কারখানাগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রমিকদের যত্ন নিতে হবে ও তাদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৩১ দফা ও করোনাকালে কলকারখানা পরিচালনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলে সকল কারখানা পরিচালনার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে ভোজ্যতেল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ৫০টি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, ২৫ হাজার প্রোটেকটিভ মাস্ক, ২৫ হাজার প্রোটেকটিভ গ্লাভস, ১২ হাজার হেড মাস্ক ও ১শ’ ২৫ লিটার হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। এর আগে একই স্থানে চলমান করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দিকনির্দেশনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

#

মাসুম/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৪

**সু**ই**ডেনের এ**ই**চ এন্ড এম বাংলাদেশকে ৮টি ভেন্টিলেটর ও ১৫০০ পিপি**ই**দিয়েছে**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

সুইডেনের কোম্পানি এ্ইচ এন্ড এম ৮টি ভেন্টিলেটর ও ১৫০০ পিপিই দিল বাংলাদেশকে। আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের উপস্থিতিতে এসব চিকিৎসা সামগ্রী  স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের নিকট হস্তান্তর করেন এ্ইচ এন্ড এম কোম্পানির প্রতিনিধি বশিরুন নবী খান।

এসময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Charlotta Schlyter উপস্থিত ছিলেন

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রয়াদেশ বাতিল না করায় এ্ইচ এন্ডে এম কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে  এ কোম্পানি উদাহরণ স্থাপন করেছে এবং অন্যান্য কোম্পনিরও উচিত তাদের অনুসরণ করা। ড. মোমেন গত এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সু্ডেনের প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোনের আলাপের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, উভয় দেশ করোনার প্রভাব মোকাবিলায় একসাথে কাজ করে যেতে চায়।

সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Charlotta Schlyter বলেন, সুইডেন সব সময় বাংলাদেশের পাশে আছে। তিনি করোনা ভাইরাস মোকবিলায় বাংলাদেশের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করেন।

#

তৌহিদুল/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৩

**সারাদেশে ৩০ মে পর্যন্ত গণপরিবহন বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সাধারণ ছুটি আগামী ৩০মে পর্যন্ত বর্ধিত করায় দেশব্যাপী চলমান গণপরিবহন বন্ধের সিদ্ধান্ত আগামী ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

তবে জরুরি পরিষেবা যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের কার্যক্রম (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর), পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাকসেবা ও সংশ্লিষ্ট কাজ, খাদ্যদ্রব্য, কাঁচাবাজার,  সড়ক ও নৌপথে সকলপ্রকার পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, ঔষধ, ঔষধশিল্প, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা বিষয়ক সামগ্রী পরিবহন, শিশুখাদ্য, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, ত্রাণ, কৃষিপণ্য, শিল্পপণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, পশুখাদ্য, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতের উৎপাদিত পণ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং জীবনধারণের মৌলিক পণ্য উৎপাদন ও পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত  থাকবে।

পণ্যবাহী যানবাহনে যাত্রী পরিবহণ করা যাবে না।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আজ এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

#

নাছের/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩২

**খেটেখাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুচ্ছে সরকার**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, খেটেখাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষার জন্য সুচিন্তিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুচ্ছে সরকার।

আজ রাজধানীতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন।

‘বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত করোনায় মৃত্যুহার ইউরোপ, আমেরিকার চেয়ে কম তো বটেই, প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও কম এবং পরম সৃষ্টিকর্তার দয়া ও বিশ্বে করোনার প্রাদুর্ভাবের পরই এমনকি করোনাভাইরাস বাংলাদেশে আসার আগেই প্রধানমন্ত্রীর নানা দূরদর্শী পদক্ষেপই এর কারণ’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, যাতে কোনো মানুষই মৃত্যুবরণ না করে, আর যাতে মানুষ আক্রান্ত না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে

‘লকডাউন খুলে দিয়ে সরকার ভুল করেছে’-বিএনপি’র এ মন্তব্যের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব, রুহুল কবির রিজভী সাহেব এবং আরো কোনো কোনো নেতার বক্তব্যে মনে হয়, তাদের পরামর্শটা যদি ইউরোপ-আমেরিকা শুনতো, তাহলে তারাও এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতো। তাদের কথায় মনে হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চেয়েও বিএনপি নেতারা স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন- এ ধরণের হাস্যকর কথা তারা বলেছেন।’

যেখানে স্পেন-ইতালিতে এখনো প্রতিদিন প্রায় ২ শতের মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করছে, সেখানে তারা লকডাউন শিথিল করেছে, ভারতে প্রতিদিন একশ’র বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করছে, সেখানেও অনেক জায়গায় লকডাউন শিথিল করা হয়েছে- এ সবই মানুষের জীবিকা রক্ষার কারণে, বলেন ড. হাছান। বাংলাদেশেও মানুষের জীবনের পাশাপাশি জীবিকা রক্ষার জন্যই নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, জানান তিনি।

বিএনপিনেতা রুহুল কবির রিজভী আওয়ামী লীগের ‘আমরা করোনার থেকেও শক্তিশালী’- এ মন্তব্যকে কটাক্ষ করার জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের সাধারণ সম্পাদক এ কথাটি প্রতীকী অর্থে বলেছিলেন। অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে যাতে আমরা সবাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে এই করোনা মোকাবিলা করি সেই অর্থেই কথাটি বলেছিলেন। সেই কথার অর্থ না বোঝা তাদের ভাষাজ্ঞানের অভাব। আমি আশা করবো, বিএনপি নেতারা এ কথার সঠিক অর্থ বুঝবেন।

‘বিএনপি নেতারা শুধু সমালোচনা করছেন, কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছেন না, কারণ তাদের এই সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করা’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সমস্ত দল একযোগে সরকারের সহযোগী হিসেবে একসাথে কাজ করছে জনগণকে রক্ষা করার জন্য, এমনকি ভারতেও প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসসহ কংগ্রেস নেতৃতাধীন জোট সরকারের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই কাজটি বিএনপি করেনি, করতে পারেনি, কারণ তারা সেই সংস্কৃতিটি লালন করেনা বরং তারা ‘পলিটিক্স অব ডিনায়াল’ আর ‘পলিটিক্স অভ্‌ কনফ্রনটেশন’-এ বিশ্বাস করে, আক্ষেপ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমরা আশা করেছিলাম মানুষের এই দুর্যোগের সময় তারা তাদের চিরাচরিত ‘না বলার রাজনীতি আর সাংঘর্ষিক রাজনীতি’ থেকে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য. তারা বেরিয়ে আসতে পারে নাই।

করোনা মোকাবিলায় মানুষের জন্য সরকারের বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির বিবরণ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ‘দেশের এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী আরো ৫০ লাখ পরিবারকে এককালীন ২ হাজার ৫০০ টাকা করে সরাসরি পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন। এগুলো যুগান্তরকারী পদক্ষেপ।’

**সাংবাদিক কবি ফখরে আলমের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

দৈনিক কালের কন্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি ও কবি ফখরে আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ তার নিজ শহর যশোরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর ও মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

তথ্যমন্ত্রী ফখরে আলমের দীর্ঘ ও অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকতার জীবন ও কাব্যপ্রতিভাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।   
ড. হাছান প্রয়াতের আত্মার শান্তিকামনা করেন ও তার শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/নাইচ/সুবর্ণা/আব্বাস/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩০

২৮ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বর্ধিত

**জরুরি সেবাসমূহ খোলা থাকবে**

**­­­­**ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস রোগ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার   
২৮ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বৃদ্ধি করেছে। শব-ই-ক্বদরের সরকারি ছুটি ২১ মে, ২২ ও ২৩ মে এবং ২৯ ও ৩০ মে সাপ্তাহিক ছুটি এবং ২৪, ২৫, ২৬ মে ঈদ-উল-ফিতরের সাধারণ সরকারি ছুটি এ ছুটির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

জরুরি পরিষেবা, যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবায় নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীগণ এ ছুটির বাইরে থাকবেন। সড়ক ও নৌ পথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি যানবাহন চলাচল অব্যাহত থাকবে। কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার ও ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এ সবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহান ও কর্মী, গণমাধ্যম ও ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ ছুটির আওতাবহির্ভূত থাকবে।

ঔষধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে।

সাধারণ ছুটিকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। রমজান, ঈদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহ প্রয়োজন অনুসারে খোলা রাখবে এবং ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটিতে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না।

#

সাইফুল/নাইচ/সুবর্ণা/আসমা/২০২০/১৭৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭২৯

**বোরো ধানের ভাল দাম পাচ্ছেন কৃষক**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সারাদেশে এ বছর ৪৭ লাখ ৫৪ হাজার ৪৪৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। ইতোমধ্যে হাওরের শতভাগ এবং সারা দেশের শতকরা ৪৮ ভাগ  ধান কর্তন শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকেরা সফলভাবে ধান ঘরে  তোলার পাশাপাশি ধান বিক্রিতে ভাল দাম পাচ্ছেন। মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বোরো ধানের দাম এবং ধান কর্তন অগ্রগতি বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় কালে এ কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, অঞ্চলভেদে ধানের বাজার দরের প্রকারভেদ রয়েছে। তাছাড়া ভেজা ও শুকনা ধান এবং মোটা-চিকন ধানের দামেও পার্থক্য রয়েছে।

 ব্রিফিংকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিফিংয়ে কৃষি বিভাগের ১৪টি অঞ্চল ও জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাঠানো তথ্যানুসারে সারাদেশের বোরো ধানের দাম এবং ধান কর্তন অগ্রগতি তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রী বলেন, এবার ধানের যা দাম আছে তা মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত। ধান-চালের দাম বাড়লে চাষি ও কৃষকেরা খুশি হয়, কিন্তু সীমিত আয়ের মানুষেরা কষ্ট করে। তাঁরা তাঁদের স্বল্প আয় দিয়ে প্রয়োজনীয় খাবার কিনতে পারে না। সেজন্য এ উভয় সংকট এড়াতে আমরা চাই একটা ভারসাম্য বা মাঝামাঝি অবস্থা যাতে ধান-চাল বিক্রি করে চাষি ও কৃষকেরা খুশি হয়, অন্যদিকে সীমিত আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

কৃষিমন্ত্রী জানান, কুমিল্লা অঞ্চলে ৭৭ ভাগ, খুলনা অঞ্চলে শতকরা ৭৩ ভাগ, যশোর অঞ্চলে শতকরা ৬২ ভাগ ধান কর্তন শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকের ধানের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি এবং করোনা সময়কালে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আট লাখ মেট্টিক টন ধান, এক দশমিক পাঁচ লাখ টন আতপ চাল, ১০ লাখ মেট্টিক টন সিদ্ধ চাল, এবং ৭৫ হাজার মেট্টিক টন গমসহ ২২ লাখ ২৫ হাজার মেট্টিক টন খাদ্যশস্য কিনবে সরকার। এ কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ধান বিক্রয়কারী কৃষকের তালিকা তৈরি করে তা খাদ্য বিভাগের  নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কৃষকের ধান বিক্রয়ে যাতে সুবিধা হয় এজন্য ইউনিয়নে পর্যায়ে ২ হাজার ৬৭৩ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, কৃষকদের স্বার্থে সারসহ সেচ কাজে বিদ্যুত বিলের রিবেট বাবদ কৃষিখাতে নয় হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সার্বিক কৃষিখাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মাত্র শতকরা চার টাকা সুদে কৃষকদের ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

এসময় তিনি করোনার দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরও বৃদ্ধি করে ২০৩০ সালের ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট- এসডিজি অর্জন করার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৭২৮

স্বাস্থ্য অধিদফতরের কারিগরি নির্দেশনা

**করোনা মোকাবিলায় শপিংমলে করণীয়**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সমন্বিত কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র 'কোভিড-১৯ এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কারিগরি নির্দেশনা' প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশনায় বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে শপিংমলসমূহের জন্য পালনীয় কারিগরি নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* খোলার আগে মহামারী প্রতিরোধী সামগ্রী যেমন মাস্ক, জীবাণুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করুন, আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করুন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন করুন।
* সকল কর্মচারীর এবং সকল বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন, প্রত্যেক কে দায়িত্ব ভাগ করে ‍দিন ও এসব কাজ এর বাস্তবায়ন এর বাধাগুলি দুর করতে চেষ্টা করুন এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য ও শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিন।
* কর্মীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন, প্রতিদিন কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অবস্থা নথিভুক্ত করুন এবং যারা অসুস্থতা অনুভব করবে তাদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে হবে।
* শপিংমলে যারা ঢুকবে তাদের তাপমাত্রা মাপার জন্য মল এর লবিতে তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র স্থাপন করুন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক তাপমাত্রাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ঢুকতে পারবে। মাস্ক ছাড়া কোন কর্মচারীর ভিতরে প্রবেশ সংরক্ষিত করুন। প্রয়োজনে প্রবেশপথে অতিরিক্ত মাস্ক এর ব্যবস্থা করুন। কেও ভুল করে না আনলে তাকে সতর্ক করে একটি মাস্ক দিয়ে দিন।
* বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করুন। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এয়ার কন্ডিশনারের স্বাভাবিক সচলতা নিশ্চিত করুন, বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল বৃদ্ধি করুন এবং সকল এয়ার সিস্টেমের ফিরে আসা বাতাসকে বন্ধ রাখুন।
* বারংবার সংস্পর্শে আসা সুবিধাসমূহ এবং অন্যান্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সুবিধাসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করুন (যেমন লকার, এলিভেটর বাটন, এস্কেলেটরের হাতল, বাথরুমের দরজার হাতল, জনসাধারণের ব্যবহার এর জন্য ময়লার ক্যান ইত্যাদি)।
* এলিভেটর, তথ্যকেন্দ্র এবং সেলস এরিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং ময়লা সময়মতো পরিষ্কার করুন।
* গণশৌচাগারগুলোতে হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সাবান বা সাধারণ সাবান প্রদান করতে হবে এবং পানি সরবরাহের সাধারণ কার্যকারিতা যেমন কলের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।
* ক্রেতাদের মূল্য প্রদান ও বের হওয়ার লাইনে দাঁড়ানোর সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য লাইনে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে রেখা টেনে দিন বা গোল চিহ্ন দিয়ে দিন এবং কড়াকড়িভাবে শারীরিক দূরত্ব তদারকি করুন। মাস্ক ছাড়া কোন ক্রেতা বা কর্মচারীর ভিতরে প্রবেশ সংরক্ষিত করুন।
* মানুষের চলাচলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং শপিংমলে ক্রেতার সংখ্যা সীমিত করুন।
* সেলফ-সার্ভিস শপিং ও স্পর্শ ব্যতিরেকে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাও সুপারিশ করুন এবং লাইনে দাঁড়ানোর সময় কমিয়ে আনুন।
* স্টাফদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করতে হবে এবং মাস্ক পরতে হবে; হাতের হাইজিনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং হাঁচি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক টিস্যু বা কনুই দিয়ে ঢাকতে হবে।
* ক্রেতাদেরকে অবশ্যই মাস্ক পড়তে হবে এবং এলিভেটর ব্যবহার করার সময় একজনের থেকে আরেকজন দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
* পোস্টার, ইলেক্ট্রনিক স্ক্রিন এবং বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্যজ্ঞান পরিবেশন ও প্রচার জোরদার করুন।
* যদি নিশ্চিত কোভিড-১৯ রোগী থাকে তবে স্থানীয় সিডিসির স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর নির্দেশনা অনুসারে সর্বত্র জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে এবং একই সময়ে এয়ার কন্ডিশনিং ও ভেন্টিলেশন সিস্টেমকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং স্থাপনটির স্বাস্থ্যগত অবস্থা বা হাইজেনিক মূল্যায়ন হওয়ার আগে সেটি পুনরায় চালু করা উচিত না।
* মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়, শপিংমলগুলোতে তাদের বিজনেস আওয়ার সংক্ষিপ্ত করতে এবং ক্রেতার সংখ্যা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষিত করতে বলতে হবে
* বাড়িতে স্বেচ্ছা অন্তরীণ থাকাকালীন কিভাবে নিজের শরীর ও মনের যত্ন নিতে হবে তা শেখাতে হবে। মৃদু উপসর্গসমূহে বাড়িতে কি করে নিজের যত্ন ও চিকিৎসা নিবেন এগুলো শেখানো হতে পারে।

#

পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭২৭

**বঙ্গবন্ধুর খুনি নুর চৌধুরীকে ফেরত চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ (১৪ মে) :

কানাডায় অবস্থানরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি নুর চৌধুরীকে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কানাডা সরকারের প্রতি অনুরোধ জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

গতকাল সন্ধ্যায় কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী François-Philippe Champagne এর সাথে টেলিফোনে আলাপকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ অনুরোধ করেন। ড. মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে খুনি নুর চৌধুরীকে দেশে ফেরত এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে পারলে তা হবে এদেশের জনগণের জন্য বড় প্রাপ্তি।

এসময় কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি জোট গঠনের প্রস্তাব দেন। এ জোট বিশ্বব্যাপী করোনার চ্যালেঞ্জ মোকবিলায় সহায়ক হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। যেকোন সংকটে কানাডা বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি।

বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনের বিষয়টি ‘সকলের দায়িত্ব’ উল্লেখ করে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে সেদেশের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন বলেও জানান। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে উদারতা ও মানবিকতা দেখিয়েছেন তার প্রশংসা করেন কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কানাডায় অবস্থানরত বাংলাদেশি ছাত্রদের টিউশন ফি মওকুফসহ সব ধরনের সহযোগিতার অনুরোধ করেন ড. মোমেন। এছাড়া করোনা পরিস্থিতির কারণে চাকুরি হারিয়ে বিদেশ থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশি শ্রমিকদের পুনর্বাসনে কানাডার সহায়তা কামনা করেন তিনি। করোনা পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশের দুস্থদের খাদ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও কানাডার সহায়তা চান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রয়াদেশ বাতিল হওয়ায় দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গার্মেন্টস সেক্টর সমস্যাসংকুল একথা উল্লেখ করে ড. মোমেন বর্তমান পরিস্থিতিতে গার্মেন্টস খাতের বড় আমদানিকারক দেশ কানাডার সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, এ খাতে কর্মরত প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে; যাদের অধিকাংশ মহিলা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এসময় বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে বিপুল সংখ্যক সম্ভাবনাময়ী ও মেধাবী তরুণ পেশাজীবী নিয়োজিত রয়েছে। এখাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য কানাডার প্রতি আহবান জানান তিনি। দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য সেদেশকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে কানাডা বিবেচনা করছে বলে জানান সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী François-Philippe Champagne।

এসময় চার্টার্ড বিমানের মাধ্যমে কানাডার নাগরিকদের দেশে ফেরত যাওয়ায় সহযোগিতার জন্য   
ড. মোমেনকে ধন্যবাদ জানান সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

#

তৌহিদুল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা